বাংলা সাহিত্য MCQ সিরিজ- প্রতিদিনের টপিকভিত্তিক অনুশীলন

আজকের টপিক: প্রাচীন যুগ

১. বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন?

উত্তর: চর্যাপদ।

২. চর্যাপদের অন্য নাম কী?

উত্তর: চর্যাগীতিকোষ বা দোহাকোষ।

৩. চর্য্যাচর্যবিনিশ্চয়'নামটি দিয়েছিলেন কে?

উত্তর: হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

৪. চর্যাপদের প্রতিপাদ্য বিষয় -

উত্তর: বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধন সঙ্গীত।

৫. চর্যাপদ রচিত হয় -

উত্তর: পাল আমলে।

৬. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, চর্যাপদের রচনাকাল-

উত্তর: ৬৫০-১২০০ খ্রি.

৭. সুনীতিকুমারের মতে, চর্যাপদের রচনাকাল-

উত্তর: ৯৫০-১২০০ খ্রি.

৮. চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয় -

উত্তর: ১৯০৭ সালে (বাংলা ১৩১৪)।

৯. চর্যাপদ আবিষ্কার করেন -

উত্তর: মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। (৩ বারের চেষ্টায়)

১০. চর্যাপদ প্রকাশিত হয়-

উত্তর: ১৯১৬ সালে। [কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদনায়।]

১১. চর্যাপদ প্রকাশিত হয় যে নামে -

উত্তর: "হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা" নামে।

১২. হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত চর্যাপদে পদ পাওয়া গিয়েছে-

উত্তর: সাড়ে ৪৬ টি।

১৩. চর্যাপদের পদকর্তা কতজন?

উত্তর: শহীদুল্লাহর মতে- ২৩ জন (Buddist Mystic Songs)

১৪. সুকুমার সেনের মতে, চর্যাপদের পদকর্তা কতজন?

উত্তর: ২৪ জন। [বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস]

১৫. চর্যাপদের/বাংলা সাহিত্যের আদি কবি -

উত্তর: লুইপা।

১৬. চর্যাপদের আধুনিক পদকর্তা-

উত্তর: সরহপা।

১৭. চর্যাপদের প্রথম পদটির রচয়িতা -

উত্তর: লুইপা।

১৮. চর্যাপদের অনুমিত একমাত্র মহিলা কবি -

উত্তর: কুক্কুরী পা।

১৯. চর্যাপদের সবচেয়ে বেশি পদ রচনা করেন -

উত্তর: কাহ্নপা (অপর নাম কৃষ্ণাচার্য)।

২০. চর্যাপদের ভাষা -

উত্তর: প্রাচীন বাংলা।

২১. শহীদুল্লাহর মতে চর্যাপদের ভাষা -

উত্তর: বঙ্গকামরূপী।

২২. চর্যাপদের বেশিরভাগ পদ -

উত্তর: ১০ চরণে রচিত।

২৩. চর্যাপদের ভাষা বাংলা যিনি প্রমাণ করেন এবং যে গ্রন্থে প্রমাণ করেন-

উত্তর: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় Origin and Development of the Bengali Language (ODBL) গ্রন্থে।

২৪. কাহ্নপা রচিত পদসংখ্যা-

উত্তর: ১৩টি।

২৫. সুনীতিকুমারের মতে চর্যাপদের ভাষায় যে অঞ্চলের ভাষার নমুনা পরিলক্ষিত হয় -

উত্তর: পশ্চিম বাংলার প্রাচীন কথ্য ভাষা।

২৬. চর্যাপদের ভাষা কে আলো আঁধারি ভাষা বলেছেন?

উত্তর: হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

২৭. চর্যাপদে প্রবাদ বাক্য পাওয়া যায় -

উত্তর: ৬টি।

২৮. চর্যাপদের পদগুলো টীকার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন -

উত্তর: মুনিদত্ত।

২৯. মুনিদত্ত যে পদটি ব্যাখ্যা করেন নি-

উত্তর: ১১ নং পদ।

৩০. সর্বপ্রথম চর্যাপদের ভাষা নিয়ে আলোচনা করেন -

উত্তর: বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৯২০)।

৩১. চর্যাপদের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেন -

উত্তর: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। (১৯২৬)

৩২. চর্যাপদের ধর্মমত সম্পর্কে প্রথম আলোচনা করেন -

উত্তর: ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (১৯২৭)।

৩৩. চর্যাপদের তিব্বতী অনুবাদ আবিষ্কার করেন?

উত্তর: প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ১৯৩৮ সালে।

৩৪. চর্যাপদের তিব্বতীয় অনুবাদক-

উত্তর: কীর্তিচন্দ্র।

৩৫. চর্যাপদের সহোদর ভাষা কী কী-

উত্তর: অসমিয়া ও উড়িয়া।

৩৬. চর্যাপদের ভাষায় প্রভাব রয়েছে যে ভাষার ভাষার?

উত্তর: হিন্দি, অপভ্রংশ (মৈথিলী), অসমিয়া, উড়িয়া।

৩৭. চর্যাগীতির অন্তর্নিহিত তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন

উত্তর: শশিভূষণ দাশগুপ্ত। (১৯৪৬)

৩৮. চর্যাপদ কোন আমলে বিকাশ লাভ করে?

উত্তর: পাল বংশের আমলে।

৩৯. চর্যাপদের কোন পদটি খণ্ডিত আকারে পাওয়া যায়?

উত্তর: ২৩ নং পদ

৪০. চর্যাপদের ২৩ নং পদের রচয়িতা কে?

উত্তর: ভুসুকুপা।